হাসির গান।

(Comic Songs.)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়,

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২০৩। ১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

দি ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট্,

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীজগবন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

মূল্য ।॰ আট আনা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর হাসির গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। গানগুলির অধিকাংশই বিক্ষিপ্তভাবে নানাস্থানে নানারূপে পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। অদ্য গানগুলি একটি গুচ্ছ করিয়া সাধারণসমক্ষে উপস্থিত করিলাম। ভরসা করি ইহা জনসাধারণে আদৃত হইবে।

প্রকাশক।

সূচিপত্র।

হাসির গান।

তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

ঐ বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই ;
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মাননিক মোটে।
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি, মেও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে' রেলের গাড়ী ;
আর 'হুগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি ;
অ—অর্থাৎ উঠ্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল তখন হয় নি ;
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক্ এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—পিয়ানো ইত্যাদি ;—
অ—অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হোল হঠাৎ দৃষ্টি,
যে হয়নিক তানসানের সময় 'পিয়ানো'রও সৃষ্টি।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মল্লার' রাজা গেলেন ভিজে ;
আর গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্বোলে' উঠ্‌লেন নিজে :—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তান্‌সান্ উঠ্‌তেন জ্বোলে' ;
কিন্তু রাজার ছিল ওয়াটারপ্রুফ্, আর তানসান এলেন চোলে' !
তা ধিন্‌তাকি, ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাদ্য ;
আর আজও রোজ্ রোজ্ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ;
অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হোয়ে গ্যাছে কবে ?
আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন কোরে' হবে ?
তা ধিন্‌তাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

রাম—বনবাস।

—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
রাম তুই হবি বনবাস—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস।
—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ (ওরে) ভালো দুজোড় তাস।
—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।

ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমাণ্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস।
—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
ও রাম, দেখিস্, তোর বাপ মাকে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হোলে (ওরে) দুই এক ডোজ্ খাস্।
—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।

দুর্ব্বাসা।

পুরাকালে ছিল শুনি
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি—
আজানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়ি গুলো ভারি কটা, (কিন্তু) ছিল ঋষি মহাগুণী।
পারিত না বটে লিখিতে কবিতা মহর্ষি বাল্মীকি চাইতে;
পারিত না বটে নারদের মত নাচিতে বাজাতে গাইতে;
কিন্তু ঋষি ভারি রোষে বিনা কারো কিছু দোষে
গালি দিত খুব কোসে (মরি) সে গালির কি বাধুনি!
কোরে দিত কারো ব্যবস্থা সুন্দর নানাবিধ ভালো খাদ্য;
কোরে দিত কারো বিনা বেশীব্যয়ে পিতৃপিতামহ শ্রাদ্ধ;
তার ভয়ে দিবানিশি বিকম্পিত দশদিশি—
এমনি বেয়াড়া ঋষি (কোথা) লাগেন আমার 'উনি'।

কালোরূপ।

কালোরূপে মজেছে এ মন।
ওগো সে যে মিশমিশে কালো,
যে সে ঘোরতর কালো—অতি নিরুপম।
কোকিল কালো ভোমরা কালো, আমরা কালো তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো ;—
কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ্,—
ওগো সেই কালো রঙ্।
অমাবস্যার নিশি কালো, কালী কালো, মিশি কালো ;
গদাধরের পিসি কালো ;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ।
ওগো সে কালোবরণ।

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ।

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও",
আর—রাধা বলে "কেন মিছে আমারে জালাও—
মরি নিজের জ্বালায়"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর—রাধা বলে "এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো ধোঁয়ায় মরি"।

কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেণু"
আর—রাধা বলে "ওহো—শুনে আমি মোরে' গেনু।
আমার মলো মলো"!
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে মোরে সবে"
আর—রাধা বলে "বটে! তোর মোক্ষ লাভ তবে—
থাক আর খাওয়া দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবন আলো"
আর—রাধা বলে "তবু যদি না হ'তে মিস্ কালো—
রূপ ত ফাটিয়ে পড়ে"!
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর—রাধা বলে "খুব হচ্ছেনা! এত ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কি"!
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি' লোকে মোরে কয়"
আর—রাধা বলে "লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে"!
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কি রূপেরি ছটা"
আর—রাধা বলে "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবা চারু কেশ"
আর—রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বোল্তেই হবে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—"
আর—রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে"।

কৃষ্ণ বলে " এমন বর্ণ দেখিনিত কভু "
আর—রাধা বলে " হাঁ আজ সাবান মাখিনিত তবু—
নইলে আরও সাদা
কৃষ্ণ বলে " তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে "
আর—রাধা বলে "এসব কথা বল্লেই হত আগে—
গোল ত মিটেই যেত

সব সত্যি।

এই বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোণা রূপোর নয় ;
তার আকাশেতে সূর্য্য ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।
তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর নদীগুলো ছোটে ;
তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কচ্ছনাক মোটে ;—
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্‌তে তা'লে তোমরাও বল্‌তে তাই।

সেথা পুঁটি মাছের হয় নারে ভাই টিয়াপাখির ছা ;
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা ;
তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয় আর মাথাও নয়ক পিছে ;—
তোমরা অবাক্ হচ্ছ বোধ হয় ভাব্‌ছ সেটা মিছে।
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি, কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্‌তে তা'লে তোমরাও বল্‌তে তাই।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ, আর মেয়েগুলো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান বুড়ো কচি কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথা গুলো সব উপর দিকে, পা গুলো সব নীচে ;
তোমরা মুচকি হাস্‌চ বোধ হয় ভাব্‌চ এসব মিছে ;—
কিন্তু সব সত্য সব সত্য সব সত্য কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

সেথা বসন ভূষণ কম্‌তি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে ;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে 'বাসি' হলেই টকে ;
আর আমোদ হোলে হাসে তা'রা দন্ত কোরে বাহির ;
তোমরা ভাবচো কচ্ছি আমি মিথ্যে কথা জাহির ;—
কিন্তু সব সত্যি সব সত্যি সব কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

তবে কিনা, দেশটা বিলেত, কাজেই বেজায় শীত ও বর্ষা—
কাজেই,—দেশের মানুষগুলোর কিনা রংটাও বেজায় ফর্সা;
এবং কিনা, মানুষগুলোর রকম একটু বিলিতী সে ;
এবং স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাৎ এই তফাৎ এই তফাৎ মাত্র ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ তফাৎ নাই।

বর্ষা।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্,
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্ ঝাপ্,
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঁঠাল সব—
পড়িছে চারিদিকে ধুপ্ ধাপ্।
বজ্র কড়কড় হাঁকে;—
গিন্নী শুধু বৌমাকে
"কাপড় তোল্, বড়ি তোল্" ঘন হাঁকে;
আমি ছাদের উপর ঝুপ্ ঝাপ্।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরোতে না পেরে, রেগে,
ঘর ভিতরে করে দুপ্ দাপ্।
ছুটিল "একি হোল" ভাবি',
ঊর্দ্ধলাঙ্গুল গাভী;
এ সময় নুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্!

বৃষ্টি নামিল তোড়ে;
রাস্তা কর্দ্দমে পোরে;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছ্‌লে পড়ে সবে ঢুপ্ ঢাপ্।
ভিজিছে নিঝুম পাখী,

শালিক ফিঙে টিয়া পাখী,
আমি কি করি তোর না পেয়ে একাকী—
ঘরেতে বোসে আছি চুপ্ চাপ্।

বসন্ত।

দেখ সখি দেখ্, চেয়ে দেখ্, বুঝি শিশির হইল অন্ত,
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার—সখিরে এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি, রাস্তার তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় আহা বিরহিণীগুলি—কেমনে রবে জীবন্ত।
ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম সব গায়ে—
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায় শনশনে মশা রাত্রে—
ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু, গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু—হি হি হু হু হা হা হন্ত।
পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধ্ অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে', খেয়ে নিয়ে শুই বিরহশয়নে,
পড়িগে' অর্দ্ধ-মুদিত-নয়নে গোলেবকাওলি গ্রন্থ।
নিয়ে আয় সখি বরফ—নহিলে মরি এ মলয়বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এলনাক পতি—আজ যে মাসের ২৭এ—
নিয়ে আয় পান তাস আন্ ছাই—বিরহের এত জ্বালা—মোরে' যাই
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস্ লো ভাই বাহির করিয়ে দন্ত!

বিষ্যুৎবার।

পারত' জন্মোনা কেউ, বিষ্যুৎ বারের বারবেলা,
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবেনাক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎ বারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল,
তাই, দিল মোরে, কালো কোরে, মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিলনাক মায়ের দুধ,
কোরে দিল শরীর সরু বুদ্ধি গরু খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমায় আটটা মামায়, বাবার সেই আট শালায়,
হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

দেখে মোর গুরুমশায় (যেন কশাই) বিদোয় খাটো শর্ম্মারে,
কোরে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে.
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,
দিল মোর চাকরি কোরে, তারাও মোরে
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।

দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে, ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা কণের দরও চোড়ে গেল,
হায়! গো বিধি তুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেললাম বোলে, জোম্মে ভুলে
বিষ্যুৎ বারের বারবেলা।

শেয়াল।

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
তার সে নিজে বসে' বেড়ে টাকা কড়ির চিন্তে ছেড়ে—
গাচ্ছিল (উঁচু দিকে মুখ কোরে)—এই পূরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া ক্যা
ক্যা ক্যা—

শালিক পাখী।

আমি একটি শালিক পাখী—
(আমার) কাজ কর্ম্ম সবই চালাকি;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁখি।

(গায়) পাপিয়া শুধু "পিউ" গানে;
কোকিল কেবল "কুহু" তানে;
চাতক স্রেফ্ ফটিক জল জানে;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি।

(আমার) ধ্রুপদ খেয়াল জানা আছে
ঢালা সবই একই ছাঁচে;
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টপ্পা কীর্ত্তন লাগে নাকি?

(হায়রে) বাজায় বীণা যত মূর্খ;
বেণুর স্বরটা নেহাইৎ রুক্ষ;
(বুঝ্‌লে না কেউ এইটেই দুঃখ)
(হায়রে) পৃথিবী-ময় কেবল ফাঁকি।

(এক দিন) হ'য়ে পাকে কৃত বিজ্ঞ
কল্লেন শেষে ব্রহ্মা বন্ধ
কোকিল বেণু টপ্পা সিদ্ধ
(তার) হ'ল শালিক নিয়ে ছাঁকি।

ধ্বনি কট্‌কট্‌ কচ্‌মচ্‌ কিচিমিচি
কক্যে কক্যে ডাঁপ্‌ ডাঁপ্‌ প্রিং প্রিং—

বানর সংগীত।

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়—সভ্যতার সে ভাতি রে।
ব্যাপ্ত ভারতে অন্ধ নিবিড় বর্ব্বরতার রাতি রে।
মানে না ক কেউ এখন—বুঝ ছ,—সনাতন, সুন্দর, ও পূজ্য
(বাঁকি বিশেষণ রহিল উহ্য) সভ্য বানর জাতিরে।
করে না শাস্ত্রে নব্য হিন্দু, বিশ্বাস আর ত এক বিন্দু;
ছাড়ে না ক দুটো রম্ভাও আর বানর জাতির খাতিরে।

কোরাস্। উপায় কে আর উপায় কি রে—উপায় কে উপায় কি
উপায় কি আর উপায় কে আর, উপায় নেই রে ভাই—
নেই—এই—এই—এই আর—র্—র্—র্ উপায়।

চা।

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক প্যালা চা।
তার সঙ্গে যদি "টোষ্ট" ডিম্ব থাকে, আপত্তিকর নয় তা;
কিন্তু কভু যেন নাহি যায় ফাঁকে
প্রাতে এক প্যালা চা।
শ্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট শেরি আর খাও যার খুসী যা—
কেড়েকুড়ে শুধু নিওনা আমার
প্রাতে এক প্যালা চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার; দারা সুত বাপ মা;—
এ সংসারে দেখি যাহা কিছু সার—প্রাতে এক প্যালা চা।

পান।

(সুর মিশ্র—খেমটা।)

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠ্‌কে হিঁয়া নিরিবিলি;
রহা এত্তা দিন জীয়া—তুম্ বেকুফ নেহাইৎ—
ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ!

ছুনিয়া পর আ' কর তভ্‌ কিয়া কোন কাম ?
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ; আরে রাম ! রাম ! রাম !
ইস্‌মে খোরাসে গুয়া আওর চূনা খুসবো ;
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান যো ইসি খিলি নেই খায় ;
আরে তু ! তু ! তু ! আরে হায় ! হায় ! হায় !

সন্দেশ।

উহু সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপরিয়া ;
উহু গড়েছ কি নিধি দয়াময় বিধি কতনা বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও তাহা খালি—আঃ !
মদীয় বদনে ঢালিয়া ;—
উহু কোথায় লাগে বা কুর্ম্মা কাবাব বাব কোথায় পোলাউ
কালিয়া ;—
উহু খাই তাহা হলে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
আহা ক্ষীর হোত যদি ভারত জলধি, ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুণগুণিয়া
আহা ময়রা দোকানে মাছি হয়ে যদি—কি মজারি হত ছুনিয়া ;
আহা বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে 'মরিয়া'।
ওহো না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি সংসারে এই সমুদয়,

ওহো ছুটে কোন দিশি, হয়ে মুনিঋষি যেতাম হয়ত মহাশয়!

—পেলাম না শুধু, হরি হে

খাইতে হৃদয় ভরিয়ে

ওহো না খেতেই যায় ভরিয়া উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে;—

ওহো মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চখে বহে যায় দরিয়া।

REFORMED HINDOOS.

যদি জানতে চাও আমরা কে

আমরা Reformed Hindoos.

আমাদের চেনে নাক যে

Surely he is an awlul goose.

কেন না আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood

যে একটু heterdox আমাদের food;

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা, 'ও'টা, 'সে'টা যখন we choose;

—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,

তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek

তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক;

আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব superstitious ও

obtuse;

—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose.
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali ;
করি English ও Bengalির খিচুড়ি বানিয়ে conversationএ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
The Brahmos as a sect
আমরা করি খুব respect
আর it would'nt be bad, could
we step into some বিলেত ফের্তার shoes.
কিন্তু সমাজে out cast না করি if you think
তা'লে you are an awful goose.
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists.
the Mohamedans, Christians & Jews—
কিন্তু কলার জোরে হিঁদু নই if you think,
তালে you are an awful goose.
About female education,
ও female emancipation,

আর infant marriage আর widow-remarrige
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think
যে আমরা করি একটু বেশী drink ;
কিন্তু considering our evolution এর state
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals we care a hang if you think,
তা'হলে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh ;

আমরা curious commodities, human oddities,
denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু কাজের সময় সব
ঢুঁ ঢুঁস ;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিলাত ফের্ত্তা।

আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নাম করণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে র'টি,
যদি "সাহেব" না বোলে "বাবু" কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট পোরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর ;

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরী কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

মোদের সাহেবিয়ানার বাধা,
এই যে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটী নেই 'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেত ফের্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ও
সাহেব গুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

পাঁচ এয়ার।

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি নবের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার ;—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ, ব্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী,
আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারো হানি;
আমরা রাখিনে কাহারও তক্কা আমরা করিনে কাউকে কেয়ার,
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন।
কেন, তুমি হলে নাক কবি হলো সেক্সপীয়ার ?
আর সে সব কথা কাজ কি বোলে' ;—আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা ?—
কারণ দেবতা খেতো লাল পানি আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ক্ষেত্রে এমন সুহৃদ আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।

মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা, খাব নাক কারো চুরি কোরে' দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধু নাচিব একটু গাহিব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার।

কিছু না।

না; এ জীবনটা কিছু নাঃ

শুধু একটা "ঈঃ" আর একটা "উঃ" আর একটা "আঃ"

এ ছাড়া জীবনটা কিছু নাঃ!

সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,

আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি;

এ সব কোরো নাক, খাসা বোসে থাক

ভায়া ছড়িয়ে দিয়ে পাঃ;

আর বল জীবনটা কিছু নাঃ।

কেন চটাচটি আর রোষারোষি,

আর গালাগালি আর দোষাদোষী?

কর হাসাহাসি ভালবাসাবাসি

আর বসে' গোঁফে দাও তাঃ;—

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,

ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামিশি,

ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,

আর সবাইকে বল 'বাঃ';

নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

ছেড়ে দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি,

আর চুলোচুলি আর লাথালাথি,

আর গুঁতোগুঁতি, আর জুতোজুতি,—

কর চুমোচুমি—সার যাঃ,

হ'য়ে মুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি,

প্রাণ খোলাখুলি, কর কোলাকুলি ;
প্রেমে ঠেসাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—
যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ ;
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোখ রাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড় ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই'
আর সদাই 'বাপ্‌রে নাঃ' ;
ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায়… উহু…উহু'
প্রাণের সার যাহা কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ;
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ

প্রাণান্ত।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্‌ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জ্বলে যায় পিত্ত ;

খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত ;
যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;—
পান্তো আন্‌তে লবণ ফুরোয়, লবণ আন্তে পান্তো।
দিনে গা গড়াবামাত্র বসে মাছি সর্ব্ব গাত্র ;
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ;
তদুপরি ভার্য্যার অন্ধরজনীতে গঞ্জনা'র ফর্দ্দ।
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হ'ন ক্ষান্ত !
কিনিলেই কোনও দ্রব্য দাম চাহে যত অসভ্য
রাস্তা জুড়ে খোলে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত ;
বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা ;
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত।

কি করি ?

দিন যে যায় না কি করি।
ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হোয়ে হাঁপিয়ে মরি !
তাস খেলার প্রবল তোড়ে ছিলমের পর ছিলম পোড়ে ;
পঞ্জার উপর পঞ্জা উঠে, ছক্কার উপর ছক্কা ধরি ;—
তবু দিন যে যায় না কি করি।
দাবা খেলে হই কাৎ, বাজির উপর বাজিমাৎ ;
পাশা খেলে যাজায় বাত, চিৎ হয়ে নভেল পড়ি ;—
তবু দিন যে যায় না কি করি।

পরনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি;
কাটে যদি দিবা তাহে কাটে না'ক' বিভাবরী ;—
আমার দিন যে যায় না কি করি।
গাঁজা গুলি চরস ভাঙ, খেতে হয় সুতরাং ;
কিম্বা ব্রাণ্ডী হুইস্কি 'বিয়ার' কিম্বা তাড়ী ধাণ্যেশ্বরী ;—
নইলে দিন যে যায় না কি করি।
কল্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা ;
আর জীবনটাকে এত ছোট যে দুদিন খেতেই বল হরি ;—
আমার দিন যে যায় না কি করি।

যায় যায় যায়—

ঐ যায় যায় যায়,—
পড়ে' এ, কলির ফেরে সবাই যে রে—ভেঙ্গে চুরে ভেসে যায়।
ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ ;
ঐ যায়, দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে যায়রে মিথ্ (myth) ;
ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে ;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র ; দিবারাত্র টানাটানি তাঁরেও শেষে।
ঐ যায় ৮৪ নরক সপ্ত স্বরগ—এক সঙ্গে মিশি ;
ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ব্যাস নারদ ঋষি ;—

ঐ যায় গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি;—
রৈল শুধু আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও মিউনিসি-
প্যালিটি;
ঐ যায় পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্রশাস্ত্র পুড়ে;
ঐ যায় গীতাধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে;
রৈল শুধু গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর—ছেলের খরচ
মেয়ের 'বিয়ে';
রৈল শুধু ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

বলি ত হাসব না।

বলি ত হাসব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে;
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে;
মুনিব-তাড়াহত থতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পলায়স্ত, মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম পোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়;
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে;
একটু 'গ্যানো' পড়ে', কেহ চড়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে;
কোর্ত্তে এক-ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে' ছেড়ে প্রাণের মায়া।

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে ;
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরে হরির মালা ;
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্‌—

তা সে হবে কেন ?

তোমরা হিন্দু-ধর্ম্ম "প্রচার" কোরে, হতে চাও ধন্য,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা মূর্খ হোয়ে হতে চাও বিশ্বে অগ্রগণ্য ;
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দু ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম
টীকিতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুঁড়েমিটা ধর্ম্ম ;
অমনি ভাই. বুঝে যাবে যত শ্বেতচন্দ্র,
—তা সে হবে কেন ?

তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও দিয়ে মুখের তাড়া,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটিকে রাখতে চাও খাড়া,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্য কাজ করে,' বাড়ি ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্ককলা শিরে,
দলাদলি কোরে শুধু রাখবে সমাজটিরে,
—তা সে হবে কেন ?

তোমাদের মনে মনে সাহেবিটা ইচ্ছা ষোল আনা,
—তা সে হবে কেন ?
তোমাদের সুযোগ পেলেই রোচে মুখে তামসিক খানা,
—তা সে হবে কেন ?
তোমাদের মাতৃ ভাষা কেঁদে পালায় ইংরাজির চোটে,
"বি, এ, এম, এ," হলেই "বাবু" খেতাব গায়ে ফোটে,
শুধু তর্কের সময় হিন্দুয়ানী জেগে ওঠে,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা চির কালটা নারীগণে রাখবে পাঁচিল ঘিরে,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বসে রাখবে রমণীরে,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা চাও তা'রা বদ্ধ থাকুক এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে,
আর তোমরা নিজে যাবে থিয়েটার নাচে,
—তা সে হবে কেন ?

বেশ করেছো।

কালিচরণ কত্তু বড় বীরত্বেরই বড়াই,
—বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম"—
দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে কর্ত্তে এল লড়াই ;
"বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম।"

হাসির গান।

...লাম 'তবে রে বেটা আয়না দেখি তবে রে বেটা' ;
যখন জোরে আমার কোরে দিলে জুতো পেটা ;
... বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—
...করেও ভুলেছিলাম ছুষ্ট এক ঘা দেবার ;
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
রাগলে আমার জ্ঞান থাকেনা,
...সেটা সামলে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার।
"বেশ করেছো বেশ করেছো নইলে অন্ততঃ ;
...খুন খারাপি হ'ত একটা খুন খারাপি হ'ত।"

বেটা সাধু বোলে সহরে ঢাক পেটায়,
"হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।"
...াম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায়
"বেটা বেজায় গুলিখোর।"
...লাম 'তবে রে বেটা, আয়না দেখি তবে রে বেটা
কে তোর টাকা জানে, তো তো, তো তোর
সাক্ষী কেটা?'
...গিয়ে মকর্দ্দমা—I don't care a feather."
...ন ত চুপটি কোরে ফিরে গেল কেদার।
...য়ে কর্ল্বে সে কি? টাকা গুলো সব শেষে কি
...লি খেয়ে বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার?
করেছো বেশ করেছো সে টাকা নিশ্চিত,
...ব উড়িয়ে দিত বেটা সব উড়িয়ে দিত।"

নিত্যানন্দ, বিদ্বান বোলে কর্ত্তে চায় প্রমাণ ;

"সে কি আবার একটা লোক !"

কর্ত্তে এল তর্ক সে দিন আমার সঙ্গে সমান,

"বেটা নিরেট আহাম্মক !"

আমি বল্লাম "তবে রে বেটা, আয়না দেখি তবে রে বেটা,

আমি একটা Philosopher, গাধা শুয়র জানিস সেটা,"

বলে দুঘা পীঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং

লাঠি খেয়ে পড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং।

আমার সঙ্গে সে পারে কি,

তর্কের বেটা ধার ধারে কি

তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।

"বেশ করেছো, বেশ করেছো তর্কেতে বস্তুতঃ

সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।"

হতে পার্ত্তাম।

দেখ হোতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর———

কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির ;

আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;

আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;

খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;

তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেইত—

তা নইলে খুব এক বড়—"হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

দেখ হোতে পার্ত্তাম্ আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা নইলে বেশ এক ভাল—"হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

দেখ হইতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গড়্‌মিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও তা ছাড়া মোটেই বেঁকে না রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয়নাক সে সাড়া;
তাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা নইলে খুব এক উঁচু—"হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

দেখ হ'তে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাব গুলি হে;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে;
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে' মটেইত;—
তা নইলে খুব এক ভারি—"হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক' সামান্ত বিশেষ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলে যেতাম বেশ;

হতাম পেলে সুযোগেও বুঝি একটা কেও কেও;
ঐ কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু এখন যে ধাক্কাটা আমায় দিলে নাক' কেহ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে' মটেহ ;—
তা নইলে—বুঝলে কি না—"হাঁ তা বটেইত তা বটেই ত।"

নূতন কিছু করো।

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
দাড়ি কর খাটো, নাক গুলো কাটো,
পা গুলো সব উঁচু করে' মাথা দিয়ে হাঁটো।
বেলুনেতে চড়ো, আকাশেতে ওড়ো,
কিম্বা চিৎপাত হোয়ে পা গুলো সব ছোড়ো।
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো।
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শাঁখাগির ধুতি চাদর নিবারিণী সভা;
প্যাণ্ট পরো কোট পরো নইলে নিভে গেলে:
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে;
কাঁচকলা ছাড়ো আর রোষ্ট চপ্ ধরো;
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

কিম্বা সবাই ওঠো টাউন হলে জোটো ;
হিঁদুয়ানী প্রচার কর্ত্তে আমিরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই দেখো।
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো।
Bain Mill ছাড়ো এবং ভাগবত পড়ো।
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

আর কিছু না পারো স্ত্রীদের ধোরে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো।
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি এ, এম এ, ঘোড় সোয়ার, যা একটা কিছু হোক ;—
যা হয় হোক্ না—একটা কিছু করো নূতনতরো ;
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;—
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো সমুদ্রে দাও ডুব ;
মর্ব্বে না হয় মর্ব্বে একটা নতুন হবে খুব ;
নতুন রকম বাঁচো কিম্বা নতুন রকম মরো ;
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

নন্দলাল।

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
যে স্বদেশের তরে যা কোরেই হোক রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল আহা হা কর কি কর কি নন্দলাল?
নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া রহিব কি চির কাল?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?
তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা?
সকলে বলিল যাওনা নন্দ করনা ভায়ের সেবা;
নন্দ বলিল ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই,
না হয় দিলাম কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার ভেবে দেখি চারিদিক;
তখন সকলে বলিল হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক।

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় খায় তার দশগুণ।
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল,
তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা নন্দলাল।

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি;
সাহেব আসিয়া গলাটী তাহার টিপিয়া ধরিল খালি;

নন্দ বলিল আহা হা কর কি কর কি ছাড়না ছাই.
কি হবে দেশের গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বল ক বিঘৎ নাকে দিব খৎ যা বল করিব তাহা ;
তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বাহবা বাহা।

নন্দ বাড়ীর হত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ী কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ী খানি,
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ রেলে 'কলিষন' হয়,
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী চাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল,
সকলে বলিল ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চির কাল।

চণ্ডীচরণ।

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থকার ;
এম্নি তিনি হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তেন মর্ম্ম ব্যক্ত ;—
দিনের মত জিনিস হত রাতের মত অন্ধকার ;
জলের মত বিষয় হতো ইঁটের মত শক্ত।
সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ লিখ্‌ছে বেশ হাঃ হাঃ হাঃ
যা হ'ক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সাম্‌লা !

বাহির কর্ত্তেন বোসে বোসে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতার ;
চুলটি চিরে দুভাগেতে কর্ত্তেন তিনি কর্ত্তন।

বুঝ্‌ত নাক' কেউ তা কিন্তু এইটেই যে দুঃখ তাঁর—
অন্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্ত্তন।
সবাই বল্লে ইত্যাদি

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে পড়ে' গেল ঢিড্‌ঢিকার ;
লিখ্‌তেন তিনি অবারিত পদ্য এবং গদ্যে ;
বোঝাতেন যে হ্যানাট স্পেন্সার, ওয়েবেষ্টার, কি বিড্ডিকার,
আছে সবই তাঁর একটি অধ্যায়েরই মধ্যে।
সবাই বল্লে ইত্যাদি

রইল না কার সন্দেহ যে সংসারটা এ ঝক্‌মারি,
যদিও কেউ ছাড়্‌ল নাক ব্যবসা কি নকরি ;
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধল্ল মাংস তর্কারি—
ফাউল বিফ্‌, ও মটন হ্যাম 'ইন্ অ্যাডিশন টু' তর্কারি।
সবাই বল্লে ইত্যাদি

স্ত্রীর উমেদার।

যদি জান্‌তে চান আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—
ফর্সা কি কালো কি মাঝারী রং ;
লম্বা কি বেঁটে ; কি ক্ষীণ কি পীনা ;
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং ;

তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চলতে জানে যদি বাঁচিয়ে ক'দিক ;
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা !"
তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোনায় সোহাগা ॥

কপাল একরত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ ;
ভ্রূ পুষ্পধনুঃ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ ;
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জ্জারাক্ষী ;
তা খুব যায় আসে না আমার এ মত।
স্বামীরে কটু সে কয়না ক বেজায়,
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা !"
তা'লে হাঃ হাঃ সেত সোনায় সোহাগা ॥

বিম্বাধরা হোক কি কাক্রীবদোষ্ঠা ;
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক ;
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্র দংষ্ট্রা ;
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজ নাক ;
—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা !"
তা'লে হাঃ হাঃ সেত সোনায় সোহাগা ॥

গজেন্দ্র গামী কি ভেকপ্রলম্ফী ;
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক;
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যার রম্ভা ;
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক ;—
রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাঙ্গ কি চরস,
ভাণ্ডার পুত্রাদি রক্ষার সরস,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
বোলে', "পোড়ার মুখো ও হতভাগা।"
তা'লে হাঃ হাঃ সে—ত সোনার সোহাগা॥

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে ;
গয়না সে কদাচিৎ দুই এক খান চায় ;
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে ;
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় ;
তার উপর হয় একটু চলন সই গড়ন,
আর যদি হয় একটু সোকাটে ধরণ,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
বোলে' "পোড়ার মুখো ও হতভাগা,"
তালে হাঃ হাঃ সে—ত সোনার সোহাগা॥

প্রেম তত্ত্ব।

পুরোণো হোক ভালো হাজার, হায় গো এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈলে কারো চলে না ;
নিত্যই পোলাও কোর্মা আহার মন ভাল লাগে কাহার ?
আবার ত তা দু' দিন পরে গলা দিয়ে গলে না।
দু চার বর্ষ হ'লে অতীত চাষায় জমী রাখে পতিত ;
নইলে সে উর্ব্বরা হলেও বেশী দিন আর ফলে না ;
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই প্রাণটা করে হাঁকাই হাঁকাই ;
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও কেউ কিচ্ছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল, ডাকে যেন কুকুর শেয়াল ;
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলেও তাতে আর মন টলে না ;
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার, বালিয়ে নিতে হয় দু'চারবার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

এস এস বঁধু এস।

এস এস বঁধু এস, আধ কয়াসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতি নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়ে পিঠে চড়ি ;

তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে ;)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে !

নয়নে নয়নে রাখি।

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে)।
গা ঢাকা হন অমনি বঁধু একটু যদি মুদি আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই।
অমনি ওড়েন উধাও হোয়ে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী।
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে কখন বঁধুর ঘাড়ে চড়েন,
কি জানি অঞ্চলের নিধি অঞ্চল থেকে খোসে পড়েন ;
তাই যদি তার হেলায় ফেলায় আসতে দেরি রাত্রি বেলায়,
ঝোকে ঝোকে কেঁদে কেঁটে কুরুক্ষেত্র কোরে থাকি।

সবই মিঠে।

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে।
মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গয়না গুলি, মিষ্টি চুড়ির ঠুন্‌ঠুনিটে ;
যদিও সে,—গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে।

প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে ;
আর সে—করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে ;
আহা—প্রিয়ার হাতের কিল্‌টিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে ;
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড় গুলি আহা যেন পুলিপিটে।
আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কানমটিটে ;
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পীঠে।

আমরা ও তোমরা।

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই
তোমরা বসিয়া খাও ;
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি
তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে' লড়ি,
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি,
অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি',
দ্রুত চম্পট দাও।
সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,
যেন কতকাল চেনা ;
তোমরা দোকানী সেকরা পসারী ডাক
আমাদের হয় দেনা।

সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি'
—নব কার্ত্তিক আর কি—আদরে গলি'
'প্রাণবল্লভ প্রিয়তম নাথ' বলি'
কলাপ কোরে দাও !
তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও
আমরা স্তব্ধ রই ;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সেই ভয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি,—
আমরা দোষ না করি না অপরাধী
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
তবু ফিরে নাহি চাও।
আমরা বেচারী ব্যবসা চাকরি করি—
তোমরা কর গো আয়েস ;
আমরা সদাই মুনিব বকুনি খাই—
তোমরা খাও গো 'পায়েস'।
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অবহেলে চোলে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মারিতে ধাও।
আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে
জ্বালাতন হয়ে মরি ;—
তোমরা সে ভোগ ভুগিতে হয় না থাক
বেশ বিন্যাস করি'।

আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি,—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই,
তবু মন উঠে না ত।

তোমরা ও আমরা।

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে,
(ঘরে) আমরা বন্ধ রই ;
তোমরা কি রূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
(তাই) ভাবিয়া অবাক হই ;—

আপিসে কাটাও তামাক গল্প গুজোবে
পরে হজ গজ মুর্গধকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজ পত্র গুছোবে
(শেসে) কোরে গোটা কত সই।

দুধের সরটি ক্ষীরটি তোমরা খাও
(আর) মোরা খাই তার দহি ;
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ি ফেরো
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।

তোমরা খাইবে আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিব্যা মাথায় দিব্য সাধিব,

কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
ভাঙ্গিলে ঘুমটী রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া
(তার) বকুনী আমরা সহি।

বিরহ তত্ত্ব।

বিরহ জিনিসটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি।
যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
যদিও, রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না,
দু সের করিয়া আলু রোজই কুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না;
বুঝিরে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
ভুলিরে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
ভাবিরে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

অনুতাপ।

এখন তাহারে আমি পেলে যে কি করি ?
হাসি কিম্বা কাঁদি কিম্বা হাতে কিম্বা পায়ে ধরি ?
ঘরেতে দরোজা দিয়ে বুঝি তারে বলি "প্রিয়ে,
যা হবার তা হোয়ে গেছে, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি,
এমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি।"
বাঁধি দিয়ে বাহু দুটি (যদ্দূর আঁকড়ে পেয়ে উঠি,)
বলি "এই নেও সামনে তোমার, পাঁটা খেতে খেতে মরি
চাওত প্রায়শ্চিত্ত ছলে, এই পাঁটা খেতে খেতে মরি।"

চাষার প্রেম।

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধারটি দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি কোরে' চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—ঠিক্ এ—এই খানে॥
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্তে যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান।

ও পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি শান্তিপুরে ;
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে।

তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা ;
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—সকলকার সেরা।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল ;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্চে ঢল-ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি একরত্তি ;
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।

তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর মুই বলবো কিরে ;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলিনি রে ;
মুই মিথ্যে কথা'র লোকটি নইরে—করিনিও ভুল ;
ও তার হেঁটুর নীচে চুল ও রে তার হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।

তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল-গাল যে তার ঢং ;
আর কি বলবো মুই ওরে ভেতাই ! কিবে যে তার রং ;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল কোরে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]।

বুড়ো বুড়ি।

বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাটি হত প্রায়ই লাঠালাঠি ;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।
একদিন বুড়ো 'দুত্তোর' বোলে, হঠাৎ কোথা গেল চোলে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে করে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে বুড়ো ফিরে এলে ঘরে
বুড়ী তখন রেঁধেবেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখ্‌ত।
ঝগড়া ঝাঁটী গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

তুমি বুঝি মনে ভাব।

তোমায় ভালবাসি বোলে তুমি বুঝি মনে ভাব,
যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে মোরে যাব ?
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী, উননে উঠ্‌বে না হাঁড়ি ;
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী, এমনি, অন্তিম দশায় খাবি খাব।
এখানে ইস্তফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল ;
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত বয়ে গেল।

ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া নেই কি কেউ আর
তোমা ছাড়া ?
এই গোঁফ্‌ জোড়ায় দিলে চাড়া তোমার মত
অনেক পাব।

কোকিল।

আছে একটা ভারি কাল পাখী—
ও তার আছে দুটো কাল পাখা—
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাগুন চৈত্রে তার কু-অভ্যাস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ 'হা হুতাশ' করে,
বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে,
'প্রাণ কান্ত' বিনে সে পাখীর স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে (কেমন) ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে,
গোল বাধায় ফাগুন চৈত্রে এসে,
ভাগ্যিস নয় সে পাখী বারো মেসে,
নৈলে মুস্কিল হোতো বেঁচে থাকা।

প্রেমালাপ।

তোমা'ত পেতে চাই ;--পারিনে, হতভাগা,
সদাই ফিরে ঘুরে আমারি কাছে।
তুলিতে আঁখি তবু পারিনে। চাহিলেই
দেখি সে বোকারাম চাহিয়া আছে।
এলে যে যায় না সে গেলেও ফিরে আসে,
তাড়ানো যায় না ত--হাজারই হোক ;
ঠিক এ জায়গাতে যেন সে লেগে আছে,
আস্ত জোঁক যেন আস্ত জোঁক।
বিড়াল ঘুরে যথা মাছের চারিদিকে,
মিঠাই চারি পাশে বালক যথা,
আমার চারি ধারে ঘুরে সে দিবানিশি---
কেবল চেয়ে থাকে---কহে না কথা।
নয়ন দিয়ে যদি আহার করা যেত,
পনর বছরের আস্ত মেয়ে---
তা হলে' এতদিনে দস্যু সেই---
আমার সবখানি ফেলেছে খেয়ে
গোলাপী শাড়ি খানি পরিলে হয় বটে
মারাত্মক এই দেহের শোভা,
তা বটে, তবে কিনা বিবাহ যদি মোরে,
করিতে চায় সে একা ত সে কি বোকা।

বিবাহ মতলব থাকিলে পুরুষের,
কেবল চাওয়া—ঠেকে কেমন সেটা,
যখন মুখ ফুটে বলিলে চুকে যায়,
উভয় পক্ষের আপদ লেঠা।

তোমারি তুলনা তুমি।

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালোবরণ
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।
যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারি সমতুল;
আবার, যেমনি বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ি।

গোড়াগুড়িই বোলে গিছি।

(সেটা আমি) গোড়াগুড়িই বোলে গিছি।
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারই সার (তদ্ভিন্ন) অন্য সবই মিছি মিছি।
ঠ্যাং ভাঙ্গলে বা হোলে অধম
দেখ্‌বে সবাই একই রকম;
ছেড়ে দিলেই বকম বকম (আর ঐ) গলা টিপে ধর্‌লেই
চিঁ চিঁ।

আছে শুধুই উড়ে বেয়ারা আর ঐ শুধু আছে ঢেঁকি——
যারা শত পদাঘাতে বলে "আবার মার দেখি" ;
তা হোক্—যায় বা আসে কি কার ?
এটা কর্ত্তে হবেই স্বীকার
যাদের যতই রুচি বিকার (আবার সব) তারাই তত
করেন ছি ছি !
পৃথিবীতে জ্বর ও যক্ষ্মা শূল ও সর্দ্দি কাশি হাঁচি,
ইহির মধ্যে কায় ক্লেশে কোন রূপে টিঁকে আছি ;
গ্রীষ্মকালে খোলে বোঁয়াই ;
শীত কালেতে রদ্দুর পোহাই ;
আর না বলো রাজি—দোহাই (কেবল ঐ) কমিক গানটা
ছেড়ে দিচ্ছি।
কমিক গানত গাইতে বলে---তোমরাত বেস্ হেসে নিলে ;
ক্যাক্ করে কেউ ধর্‌লে আমায়—দেখ্‌বে আমার ছেলে-
পিলে ?
তোমরা হেসে বাড়িগেলে,
আমি চেঁচিয়ে চল্লাম জেলে,
তোমরা দশজন কাঁঠাল পেলে (কেবল ঐ) আমার গলায়
বাধে বিচি।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এম, এ, এম, আর, এ, এস,
ইত্যাদি প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ আমার
নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট
পাওয়া যায়।

LYRICS OF IND (RS. 1-4 as.)

(Trubner & Co., London.)

Extracts from the opinion of the press.

He possesses undoubted genius and much of the fervour of a great poet.—*The Statesman.*

Literary gems—*The Indian Mirror.*

His language and versification are of one born to the manner of English poetry &c. *The Scotsman.*

An ardent and appreciative student of English poetry &c.—"*The Westminister Review.*"

Astonishing. Undoubted poetical power. I specially admire your lines to the Stars.—*Sir Edwin Arnold.*

আর্য্য গাথা প্রথম ভাগ OR ARYAN MELODIES।

মূল্য ॥৹ আট আনা, ডাকমাশুল ৵৹।

আর্য্য গাথা দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল ৵০।

Real merit :—(*The Ries and Rayet*).

Exquisite :—*The Bengali.*

He seems to have a heart that is capable of inspiration. His manner is poetical. He possesses the true poetic instinct. Many of his verses breathe poetry.—"*The Calcutta Review.*"

His love is rapturous and enthusiastic.—*Calcutta Review.*

Sweetness and sentiment go hand in hand in these lyrical effusions.—*Indian Mirror.*

কল্কী অবতার (সামাজিক প্রহসন)।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

Wonderfully epigrammatic...forcible and witty &c.—*The Englishman.*

"এরূপ পুস্তক আর বঙ্গ ভাষায় বাহির হয় নাই" ইত্যাদি।—বঙ্গবাসী।

"বিরহ" OR THE DESERTED HUSBAND;

গীতি প্রহসন।

নূতন সমাজ চিত্র ; ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

মূল্য ॥০ আনা, ডাক মাশুল ৵০।

The farce is essentially molieresque in its treatment though the materials are Indian. The manipulation indicates cultured taste on the part of the

author. The piece is merry within the limits of becoming mirth.—"*Indian Mirror.*"

The piece has pleasant freshness, a bright flow of humour with its songs of a highly mirth proving nature &c.—"*The Statesman.*"

আষাঢ়ে বা গুটীকতক গল্প, দ্বিতীয়সংস্করণ।

মূল্য ৷৵ আনা, ডাক মাশুল ৴৹ আনা।

Is a burlsque written with exquisite skill and inimitable humour. The doggerels composing the poem seem to be admirably suited to the description of the themes selected. The writer apparently is a master hand at this class of conposition.

The Calcutta Gazette, Wedness., June 21. 1899.

শ্রীইন্দুভূষণ সান্ন্যাল, প্রকাশক,

২০৩।১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।